ধানের ব্লাস্ট রোগ	
রোগের লক্ষণ	দমন ব্যবস্থাপনা
পাতা ব্লাস্টঃ আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রং ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। একাধিক দাগ মিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাটিই মারা যেতে পারে। গিট ব্লাস্টঃ গিট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয়ে যায় না। নেক ব্লাস্ট বা শিষ ব্লাস্টঃ শিষের গোড়ায় বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। শিষের গোড়া ছাড়াও যে কোন শাখাপ্রশাখাও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শিষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে।	কৃষকেরা প্রাথমিক অবস্থায় নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ সনাক্ত করতে পারেন না। তারা যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। • জমিতে জৈব সারসহ সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত ইউরিয়া সঠিক মাত্রায় তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। • বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। • সুস্থ এবং রোগমুক্ত জমি থেকে সংগৃহিত বীজ ব্যবহার করতে হবে। • একই জাতের ধান বিস্তৃর্ণ এলাকায় চাষ না করে বিভিন্ন জীবনকাল সম্পন্ন জাতের ধান আবাদ করতে হবে। • ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। • পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের যেমন ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি (৫৪ গ্রাম / বিঘা), টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন (২৫%) গ্রুপের যেমন নাটিভু ৭৫ ডব্লিউজি (৩৩ গ্রাম / বিঘা), দিফা (৫৪ গ্রাম / বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল বা স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে। • যে সব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি অথচ উক্ত এলাকায় রোগের অনুকুল আবহাওয়া (গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আকাশ) বিরাজমান, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার আগ মুহূর্তে উপরোক্ত ছত্রাক নাশক অনুমোদিত মাত্রায় শেষ বিকেলে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে।